যুগান্তর

তারিখ JUN 24 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

তত্ত্ব-তালাশ

শিক্ষাভবন :

ন্যায্য পাওনার দাবিতে এভাবেই অপেক্ষার প্রহর প্রহর গুনতে হয় দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসহায় শিক্ষকদের

প্রবচন আছে– শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। রাজধানীর আবদুল গনি রোড়ে অবস্থিত শিক্ষা ভবন জাতির সেই মেরুদণ্ডের প্রতীক। ভবনটিতে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর চেয়ে অর্থের দেবী লক্ষ্মীর সাধনা কোনও অংশেই কম নয়। তা-ও আবার অসাধু উপায়ে। প্রতিদিনই লাখ-লাখ অবৈধ টাকার হাতবদল হয় এখানে। বিভিন্ন কাজের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রেট। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী– অতএব সবচেয়ে বেশি রেটের কাজ হল বদলিবাণিজ্য। শিক্ষকরাই এর শিকার। দূর মফস্বল থেকে ঢাকায় বদলির জন্য একজন শিক্ষককে ৮০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত গুনতে হয়। শহরভিত্তিক বদলির জন্য দিতে হয় ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য ফাইল প্রতি ৩০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা। কম্পিউটার ও গৃহায়ন ঋনের জন্য ১৫ হাজার টাকা। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ আদায়ের জন্য ৫শ থেকে ১ হাজার টাকা। পরন্তু উন্নয়ন কাজের নামে হরিরলুট তো আছেই। সরেজমিন দেখেশুনে সুলুকসন্ধানী এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন **মুজিব মাসুদ**

দৃশ্য ১

তড়িঘড়ি করে শিক্ষা ভবনে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়সী আগন্তুক। ঢুকেই 'সালেহ উদ্দিন সেলিম'- একজন সিবিএ নেতার নামোলেখ করে জানতে চাইলেন, তিনি কয় তলায় বসেন। প্রহরী বললেন, 'স্যার এখনো আসেননি।' কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে ভদ্রলোক অগত্যা ভবনসংলগ্ন গাছতলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিবেদকের সঙ্গে তখনই আলাপ। নাম হাবিবুর রহমান। জানালে, চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন। ১০ মাস আগে ওই স্কুল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন আরেকেটি স্কুলে। ঢাকায় এসেছেন নতুন স্কুলের নামে এমপিও (মাস্থলি পে অর্ডার) করানোর জন্য। শিক্ষা ভবন থেকে এই অর্ডার হয়। ৯ মাস আগে আবেদন করেছেন এখনও কুলকিনারা হয়নি। এ নিয়ে ৮/৯ বার এসেছেন ঢাকায়। শিক্ষাভবনে ২০/৩০ বার। বলেন, 'ঘুরতে ঘুরতে জুতার সুখতলি ক্ষয়েগেছে; পকেটও খালি। 'এমন কোনও টেবিল নেই যেখানে টাকা দেইনি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি'। একজন উচ্চমান সহকারীকে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কাজও করেনি, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না সেই লোক। এদিকে এমপিও না হওয়ায় গত ১০ মাস ধরে বেতনের সরকারী অংশ পাচ্ছেন না হাবিবুর রহমান। যে-সিবিএ নেতার নাম জিগ্যেস করছিলেন, জানতে চাইলাম, তার কাছে কী কাজ? বললেন, 'শুনেছি, তাকে খুশি করতে না পারলে শিক্ষাভবনের কোনও ফাইলই নড়ে না। তাই তার খোঁজে আসা।'

দৃশ্য ২

সকাল থেকে শিক্ষক শাহাদাত হোসেন পায়চারী করছিলেন শিক্ষা ভবনের তৃতীয় তলার বারান্দায়। তার বাড়ি যশোর। দ্বি পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি। ডিজির সাথে ১ মিনিট কথা বলতে চান। কিন্তু দিনের পর দিন 'ঘুরেও তার সাক্ষাৎ পাচ্ছেন না । শাহাদাত হোসেন কান্নাজড়িত গলায় বললেন 'ডিজি অফিসের পিয়নদের সঙ্গেও কথা বলা যায় না। পারলে ওরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। ২০ বছর শিক্ষকতা করে এ দেশের কাছ থেকে এই পেয়েছি।' জানা গেল, দুই বছর আগে স্কুলপরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তার এমপিও স্থগিত হয়ে